রাজ্যের নিজস্ব লোগো হল, সব কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রীর

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব লোগো হল। কেন্দ্রীয় সরকার তা অনুমোদন করেছে। এ রাজ্যের নিজস্ব কোনও লোগো ছিল না। এই প্রথম হল। অবশ্যই এর সব কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনিই প্রথম এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। তারই স্বপ্ন ছিল রাজ্যের নিজস্ব লোগো করা। পশ্চিমবঙ্গে এর আগে শাসন ক্ষমতায় অনেক দল এসেছে। কিন্তু অতীতে কোনও রাজ্য সরকার রাজ্যের নিজস্ব লোগো করার ভাবনা-চিন্তা করেছে অন্তত প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করে সে ব্যাপারে কোনও তথ্য এই সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এর আগে কোনও রাজ্য সরকারের এমন ভাবনা-চিন্তার কথা জানা যায়নি। সবচেয়ে বড় কথা, রাজ্যের এই নতুন লোগোর ডিজাইন করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তিনি বাংলার জন্য বড় কাজ করেছেন। রাজ্যের মানুষ এই উদ্যোগ এবং সাফল্যের জন্য তাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এর জন্য রাজ্যবাসী গর্বিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার নবান্নে রাজ্যের এই নিজস্ব লোগোর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। লোগো উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেন, বলেছেন, বিগত দিনে এ রাজ্যে কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট সহ যে সব সরকার গঠিত হয়েছিল, তারা কোনওদিনই এটি নিয়ে ভাবেনি। তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। এখন মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় রাজ্যের নিজস্ব লোগো ব্যবহার করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। এতে রাজ্যের নিজস্বতা তৈরি হল। এতে বোঝা যায়, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বৃহত্তম চিন্তা-ভাবনা নিয়ে চলছে। আমরা রাজ্যের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাই।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

হরিবল্লভ গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে খাতির করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন--"বলরাম অনেক দুঃখ করে। আমি মনে কল্লাম, একদিন যাই--গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তাও আবার ভয়ে ভয়ে! পাছে তোমরা বল, একে কে আনলে!"

হরি– ওসব কথা কে বলেছে। আপনি কিছু ভাববেন না।

হরি বল্লভ চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ(মাস্টারের প্রতি) – ভক্তি আছে – তা না হলে জোর করে পায়ের ধুলা নিলে কেন?

"সেই যে তোমায় বলেছিলাম, 'ভাবে দেখলাম, ডাক্তার ও আর একজনকে-- এই সেই আর একজন। তাই দেখ, এসেছে।"

মাস্টার – আজ্ঞে, ভক্তিরই ঘর।

শ্রীরামকৃষ্ণ – কী সরল!

ডাক্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অসুখের সংবাদ দিবার জন্য মাস্টার শাঁখারীটোলায় আসিয়াছেন। ডাক্তার আজ আবার ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার ঠাকুরের ও মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তদের কথা বলিতেছেন।

ডাক্তার– কৈ, তিনি (মহিমাচরণ) সে বই তো আনেন নাই – যে বই আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন! বল্লে, ভুল হয়েছে। তা হতে পারে – আমারও হয়।

মাস্টার– তাঁর বেশ পড়াশোনা আছে।

ডাক্তার – তাহলে এই দৃশ্য!

ঠাকুরের সম্বন্ধে ডাক্তার বলিতেছেন, 'শুধু ভক্তি নিয়ে কী হবে– জ্ঞান যদি না থাকে।'

মাস্টার -- কেন, ঠাকুর তো বলেন– জ্ঞানের পর ভক্তি। তবে তাঁর 'জ্ঞান, ভক্তি' আর আপনাদের 'জ্ঞান ভক্তি'র মানে অনেক তফাৎ। "তিনি যখন বলেন, 'জ্ঞানের পর ভক্তি' তার মানে – তত্ত্ব জ্ঞানের পর ভক্তি, ব্রহ্ম জ্ঞানের পর ভক্তি-- ভগবানকে জানার পর, ভক্তি।

দিনপঞ্জিকা

২৩ পৌষ, ভাঃ ১৮ পৌষ, **৮ জানুয়ারী**, ২৩ পুহ, সংবৎ ৭ মাঘ বদি, ২০ রবি সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪। **সোমবার,** সপ্তমী রাত্রি ঘ ৯।৬ মিঃ। উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৪৮ মিঃ। শোভনযোগ দিবা ঘ ১২।১৯ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৯।২৭ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ৯।৬ গতে বালবকরণ, **জন্মে**—কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ঘ ৬।৪৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**— ত্রিপাদদোষ, প্রাতঃ ঘ ৬।৪৮ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৯।৬ গতে দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ৭।৪৩ গতে ৯।৩ মধ্যে ও ২।২৩ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১০।৩ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। **যাত্রা**- শুভ পূর্ব্বেও উত্তরে নিষেধ, সন্ধ্যা ঘ ৫।৩০ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৯।৬ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ৯।৩ গতে ১২।১৯ মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ কমপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন বাহনক্রয়বিক্রয় গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**— সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৯।৬ গতে প্রয়শ্চিত্ত নিষেধ ও চন্দ্রদগ্ধা। **স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ও পূজা। এতদুপলক্ষ্যে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বিশেষ পূজানুষ্ঠান** (দিন হিসাবে ১২ই জানুয়ারী, কিন্তু তিথি অনুযায়ী কৃষ্ণাসপ্তমী) **স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের মহাপরিনির্বাণ দিবস। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৭।৫০ গতে ১০।৪৩ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৩ গতে ৮।৪২ মধ্য ও ১১।২১ গতে ২।৫২ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৩।১ গতে ৪।২৮ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৩ পৌষ, ভাঃ ১৮ পৌষ, ৮ জানুয়ারী, ২৩ পুহ, ২০ রবি সানি। উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৪। **সোমবার,** সপ্তমী রাঃ ঘঃ ৯।৬।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নই সরকারের অগ্রাধিকার

অরুণ কে. পাণ্ডা

পর্ব ১

অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্র, যাকে সংক্ষেপে MSME বলা হয়ে থাকে, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-তে তার একটা বড়োসড়ো অবদান আছে এবং আর্থিক বৃদ্ধিতেও এই ক্ষেত্রটি অক্সিজেন জুগিয়ে থাকে। গোটা বিশ্বজুড়েই এই বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। আমজনতার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিল্পোদ্যোগের বৃদ্ধি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবনার দৌলতে বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে MSME ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। অনুসারী শিল্প হিসাবে বড়ো মাপের শিল্পোদ্যোগে কাঁচামাল হিসাবে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও পরিষেবা জোগান দিয়ে MSME ক্ষেত্র বড়ো ব্যবসার পরিপূরক হিসাবেও কাজ করে। এভাবেই দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশ এবং সার্বিক বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র বিশেষ অবদান রাখে।

ভারতীয় প্রেক্ষাপট

ভারতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে MSME ক্ষেত্র কৌশলগত গুরুত্বের নিরিখে এক অনবদ্য স্থান দখল করে আছে। দেশের মোট কল-কারখানার ৯০ শতাংশই এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত, তথা শ্রমশক্তির ৮০ শতাংশই নিয়োজিত রয়েছে এই ক্ষেত্রে। MSME ক্ষেত্র সাবেক পণ্য থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এমন আট হাজারেরও বেশি সংখ্যক সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির গতি এখন সটান ঊর্ধ্বমুখী। ২০১৫ সালের মধ্যে এই অর্থনীতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এব্যাপারে MSME ক্ষেত্রের উন্নয়ন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কাজেই গোটা MSME ক্ষেত্রের পরিসরটাকেই মজবুত করে তুলতে কার্যকর ভূমিকা নেবে এমন সব উদ্ভাবনী নীতি, কর্মসূচি, প্রকল্প প্রণয়ন সরকারের কাছে অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই প্রতিফলন ঘটছে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে ৬৪৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ করার মধ্যে দিয়ে, যা এক সর্বকালীন রেকর্ড। গত অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল অনেকটাই কম, মাত্র ৩৪৬৫ কোটি টাকা।

নীতিগত ব্যবস্থাপত্র/প্রয়াসের মাধ্যমে MSME ক্ষেত্রের সামর্থ্য বৃদ্ধি

এই ক্ষেত্রের বৃদ্ধির ব্যাপক অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনি আছে সময়মতো ঋণ পেতে অক্ষমতা, পরিকাঠামোগত ফাঁকফোকর, সেকেলে প্রযুক্তি, উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজারের নাগাল থেকে বঞ্চিত থেকে যাওয়া, দক্ষ মানবসম্পদের অভাবের মতো বহুধরনের চ্যালেঞ্জও। এর পাশাপাশি চিন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ও থাইল্যাণ্ডের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে কড়া প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে এদেশের MSME ক্ষেত্র। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার মুখে টিকে থাকার উপযোগী হয়ে উঠতে হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রকে পাকাপোক্ত রণকৌশল অবলম্বন করতে হবে। সরকারও এই প্রতিবন্ধকতাগুলি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল। এবং দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসর বাড়াতে MSME ক্ষেত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা যে আশু প্রয়োজন সেই বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছে। সেজন্যই এই ক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে 'মেক ইন ইণ্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইণ্ডিয়া', 'স্টার্ট আপ ইণ্ডিয়া', 'স্কিল ইণ্ডিয়া'-র মতো একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-তে ম্যানুফ্যাকচারিং বা শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের অবদান যাতে বর্তমানের ১৬-১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৫ শতাংশে পৌঁছায় এবং ২০২২ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রে যাতে আরও ১০ কোটি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয় সেজন্য আরও পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অর্থলগ্নি

মনে রাখা দরকার যে MSME ক্ষেত্রের সব শিল্পসংস্থা একই প্রকৃতির নয়, কাজেই বিভিন্ন সংস্থার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রও আলাদা আলাদা। স্বাভাবিকভাবেই এদের সামনে চ্যালেঞ্জগুলিও সংস্থা বিশেষে ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র সংস্থাগুলির কাছে সময়মতো পর্যাপ্ত ঋণ পাওয়াটা অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে, আবার তা পাওয়া যায় না বলে, এদের কাছে বেশ বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, মাঝারি ও বৃহৎ সংস্থাগুলির কাছে এটা তত চিন্তার বিষয় নয়। এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়ে ছোটো সংস্থাগুলির পাশে দাঁড়াতে সরকার ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল প্রকল্প বা Credit Guarantee Fund Scheme-এর পরিসর বাড়িয়েছে। অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থার আওতায় পড়ে এমন সমস্ত উদ্যোগ এখন থেকে এর সুবাদে নির্দিষ্ট কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনও রকমের জামিন ছাড়াই ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবে। আগে এই ঋণের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ১ কোটি টাকা। এছাড়াও এই ক্ষেত্রের নানা আর্থিক জটিলতা এবং ঋণ সংক্রান্ত ফাঁকফোকর দূর করতে বেশ কিছু নতুন উদ্ভাবনী মডেল বাজারে আসছে। ছোটো ও মাঝারি সংস্থাগুলি যাতে সহজেই পর্যাপ্ত ঋণের নাগাল পায়, সেজন্য চালু মূলধনের পরিসরভুক্ত বিভিন্ন স্টার্ট আপ সংস্থা এগিয়ে আসছে। অর্থলগ্নি ও ঋণদানের ক্ষেত্রে বাজারে আরও নতুন নতুন সংস্থা আসতে থাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলি ভবিষ্যতে অনেক বেশি আর্থিক নিরাপত্তা ভোগ করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (PMEGP)

MSME মন্ত্রকের একটি ফ্ল্যাগশিপ বা অগ্রণী প্রকল্প হল প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (PMEGP)। এর আওতায় প্রতি বছর অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলে দেশজুড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল, স্বনির্ভর উদ্যোগ, প্রজেক্ট ও ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে দেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। নতুন চাকরিবাকরির সুযোগ করে দিতে এই কর্মসূচিটি ব্যাপক সম্ভাবনা ধরে। **ক্রমশ**

নতুন বছরের প্রথম দিন ও সত্যেন্দ্রনাথ

পার্থ ঘোষ

এসে গেল নতুন বছর। কালের নিয়মে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আসে নতুন বছর, বিদায় নেয় আগেরটি। ইংরাজি নববর্ষের প্রথম দিন, শীতের আমেজে আমরা মেতে উঠি আনন্দ-উল্লাসে, হুল্লোড় আর হৈ-চৈ-এ। চিড়িয়াখানা, সায়েন্স সিটি, মিউজিয়াম কিংবা পিকনিকে ব্যস্ত বাঙালী অন্য কোনও দিকে নজর-ই দিতে চায় না এই দিনটিতে।

অথচ, প্রায় কেউই মনে রাখেনি, সেরা বাঙালীদের অন্যতম, প্রবাদ-প্রতিম বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু জন্মেছিলেন এই দিনেই। উনবিংশ শতক বাংলার বিরাট গৌরবময় ও বহু প্রশংসনী এক স্বর্ণ সম্ভাবনাময় কাল। ঐ শতকেরই শেষ দিকে ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী এই কলকাতায় জন্ম নিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। বাবা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন রেল কর্মচারী। ছয় বোন চম্পার একটি মাত্র বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ শৈশববধি ছিলেন তীক্ষ্ণধী ও বিরল মেধাসম্পন্ন। পাঁচ বছর বয়সে স্কুল জীবন শুরু হয় পৈতৃক গ্রাম বড়জাগুলিয়া-য়। কিছুদিন পর বাবা উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানে বাসা নিলে শিশু সত্যেন্দ্রনাথ এসে ভর্তি হন নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে। এরপর, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার আগের বছর তিনি যান হিন্দু স্কুলে। সেই সময় থেকেই সত্যেনের মেধার কথা ছিল গোটা এলাকায় সর্বজনবিদিত। স্কুলে পড়ার সময় একবার অঙ্কে ১০০'র মধ্যে ১১০ পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। পরে অঙ্কের মাস্টার মশাই ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, মোট ১১টি অঙ্কের মধ্যে ১০টি করতে হবে, এই নির্দেশ থাকলেও সত্যেন সবকটি অঙ্কই করেন এবং শুধু তাই নয়, সেগুলি করেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে একাধিক উপায়ে! এরপর, ওঁকে ১১টি অঙ্কের জন্যই নম্বর দেওয়া ছাড়া আর কি করার থাকতে পারে!!

১৯০৯ সালে হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে পঞ্চম হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন সত্যেন্দ্রনাথ। সেসময় ওঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, নমন শর্মা প্রমুখ। বিএসসি পরীক্ষায় ফলিত গণিত নিয়ে ১৯১৩ সালে প্রথম স্থান অধিকার করেন সত্যেন্দ্রনাথ। দু'বছর পর মিশ্র গণিতে এমএসসি-তে শুধু প্রথম-ই হলেন না, নম্বর পাওয়ার এমন রেকর্ড গড়লেন, শতবর্ষ পেরিয়েও আজও যা অক্ষত!

স্নাতকোত্তর উপাধি লাভের পর সত্যেন্দ্রনাথ গবেষক হিসাবে যোগ দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১৬-১৯২১ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যায় অধ্যাপনার পর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে রীডার পদে যোগ দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কলকাতায় থাকার সময়েই সতীর্থ এবং ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অপর এক জ্যোতিষ্ক মেঘনাথ সাহা-র সঙ্গে আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্ব ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন তিনি। বাংলা, ইংরাজী ছাড়াও সংস্কৃত, ফরাসী আর জার্মান ভাষায় ছিল তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি। পরে ঢাকায় থাকাকালীন সত্যেন্দ্রনাথ প্ল্যাঙ্কের সূত্র এবং লঘু কোয়ান্টা সংক্রান্ত প্রকল্পের ত্রুটি ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন এবং পরে এটিকে নিবন্ধ আকারে লিখে পাঠিয়ে দেন আপেক্ষিকতাবাদের জনক স্বয়ং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কাছে!!

আইনস্টাইন-কে-ই উনি অনুরোধ করেছিলেন এই নিবন্ধটি পড়ে উপযুক্ত মনে হলে জার্মানে অনুবাদ করে দিতে। লিখেছিলেন, "শ্রদ্ধেয় মহোদয়, আপনার পাঠোত্তর মতামত-এর জন্য বর্তমান নিবন্ধটি পাঠালাম। এই নিবন্ধ অনুবাদ করার মতো যথেষ্ট জার্মান জ্ঞান না থাকায় সে বিষয়ে অগ্রসর হতে পারিনি। আপনি যদি মনে করেন এটি প্রকাশের যোগ্য, তা হলে সে ব্যবস্থা করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনাকে এই অনুরোধ করতে আমার যে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা হচ্ছে না, তার কারণ আমরা সকলেই নিজেদের আপনার ছাত্র জ্ঞান করি, কেননা আপনার লেখা থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়ে আমরা লাভবান হয়েছি। এ প্রসঙ্গে বলি, আপনার হয়তো মনে আছে কি না জানা নেই, কলকাতা থেকে কেউ আপনাকে আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত নিবন্ধগুলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছিল। আপনি অনুমতি দিয়েও ছিলেন। সে ব্যক্তি আমি-ই, আমি আপনার আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্ব ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলাম।"

আইনস্টাইন নিবন্ধটি পড়ে নিজেই তার অনুবাদ করে বিখ্যাত জার্মান পত্রিকা জেড ফিজিক-এ সেটির প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন সত্যেন্দ্রনাথের একার নামে। তারপরের টুকু আজ ইতিহাস। সত্যেন বোসের কৃতিত্ব সম্পর্কে যাঁরা পুরোদস্তুর অবহিত নন তাঁদের অবগতির জন্য এটুকু জানানো যাক যে ওঁর তত্ত্বটির নাম বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট এবং এই তত্ত্ব মেনে চলা কণাগুলির নামকরণও করা হয় ওঁর নামে, আর তা হ'ল বোসন। সত্যেন বসুর তত্ত্ব মেনে এবং সেগুলির বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এখনও বহু বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়ে চলেছেন (যদিও সত্যেন বসু নিজেই তা পাননি!) সর্বশেষ উদাহরণ এক্ষেত্রে ২০১৩ সালে যখন ফ্রাঁসোয়া এংলার্ট আর পিটার হিগস-কে যুগ্মভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল 'হিগস বোসন' আবিষ্কারের কৃতিত্বস্বরূপ! হ্যাঁ, হিগস বোসন, যার নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছিলেন ঈশ্বরকণা, তার তাত্ত্বিক সৃষ্টি সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাতেই!

প্রকৃতপক্ষে এ বিশ্বের মৌল কণাগুলোর অর্দ্ধেক হ'ল বোসন– শুধু এটুকু জানলেই ওঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে আন্দাজ করা যাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ, ওঁর গুরু আইনস্টাইন-এর মতোই, ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী। এসরাজ বাদনে ওঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি যেমন অনুরাগ ছিল, তেমনই পছন্দ করতেন মার্গসঙ্গীত-ও। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ওঁকে ভালোবাসতেন, নিজের লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র বই 'বিশ্ব পরিচয়' উৎসর্গ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকেই।

তবে, সত্যেন্দ্রনাথ নিজে সবচেয়ে বড় যে ভূমিকা রেখে গেছেন, তা হল বাংলা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা। এদেশে আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সেকালে হতই না। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকা। বিশ্বভারতীর উপাচার্য রূপে কিংবা পরবর্তীকালে জাতীয় অধ্যাপক হিসাবেও তিনি বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

আমরা এখন আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি ইংরেজনবিশ হয়েছি ঠিকই, কিন্তু এখনও গ্রামাঞ্চলে বা প্রত্যন্ত এলাকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র বাংলাতেই পড়ে সকলে।

১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এই বরেণ্য বিজ্ঞানসাধকের জীবনাবসান হয়। ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯৮৬ সালে কলকাতায় গড়ে তোলা হয় সত্যেন্দ্রনাথ বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধায় সারা বছর ধরে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে — নতুন বোস আর্কাইভ ও সংগ্রহশালা গড়ে তোলা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সিএনআর রাও-এর বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভাষণ, এসএন বোস ন্যাশনাল সেন্টারে নির্মিত সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্যচিত্র, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে যৌথভাবে স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান বক্তৃতামালা, কুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

এসএন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে সত্যেন্দ্রনাথের আগত ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর প্রতি লক্ষ্য রেখে ওঁর জন্মদিনে এবার যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওঁর জীবন ও কাজ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। ওঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের বিজ্ঞানকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এই প্রতিষ্ঠান তথা এ ধরণের অপরাপর সব প্রতিষ্ঠানকেই আমার অনুরোধ, নিজেদের শীর্ষস্থানীয় করে তোলার পরিকল্পনা করুন, যাতে আরও বেশি সংখ্যক তরুণ সেখানে গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠান সত্যেন বোসের স্মৃতি রক্ষায় এই অনুষ্ঠানের পর স্কুল-কলেজে বক্তৃতামালা এবং অন্য যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে, প্রধানমন্ত্রী সে বিষয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বাঙালী আত্মবিস্মৃতি জাতি বলে সুপরিচিত। সেই বিস্মৃতির ধুলায় ঢাকা পড়ে গেছেন বহু মনীষি, লুপ্তপ্রায় নানা দুর্মূল্য সম্পদ। সেই ধারায় যদি সত্যেন্দ্রনাথ-ও হারিয়ে যান, তবে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই হবে না। জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সাহার স্মৃতির উপযুক্ত সংরক্ষণ নতুন বছরে হোক আমাদের শপথ, আমাদের অঙ্গীকার। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা মাধ্যমে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেও ইংরাজিতে সুপণ্ডিত ছিলেন।

ওঁকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া অংশের ছেলেমেয়েরা যদি জীবনে উন্নতি করতে পারে, দলিত পরিবারে জন্মেও মেঘনাদ সাহা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিজ্ঞানসাধনায়, সেই দৃষ্টান্ত পথিক কেউ যদি হয়, তবেই এঁদের তপস্যা আর বিজ্ঞান সাধনাকে প্রকৃত মূল্য দেওয়া হবে।

সম্পাদক সমীপেষু

এ - কম বেদনার কথা নয়

শিল্পী যদি তাঁর মনের মতো ছবি বাস্তবে আঁকতে না পারেন, তখন একটা বেদনা মনে মনে অনুভব করেন। যা শিখলাম, তবে কি সেই শেখাটার মধ্যে কোনও খামতি রয়ে গেল? যার দরুণ যে ছবিটা আঁকবো বলে মনস্থির করেছিলাম, সেই ছবিটা আমার আর আঁকা হলো না! আর যে ছবিটা আঁকলাম, সেই ছবিটার সাথে আমার মনের কোনও মিল হলো না। এটা একটা মস্ত বড় বেদনা। যা সর্বদাই কুড়ে কুড়ে খায় মনটাকে। এমন ঘটনা বহু মানুষের সাথে প্রতিদিনই হয়। এখানে একজন মানুষের নাম চলে আসে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান দিয়েই নিজের সংগীতময় জীবনের সূচনা করেছিলেন। যদিও তাঁর কপালে রবীন্দ্রনাথের কোনো গান জোটেনি। তিনি কোনদিনই চাইতেন না কৌতুক গান গেয়ে নিজের সঙ্গীতময় জীবনটাকে শুরু করবেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা গান গাইবার জন্য রেওয়াজ করতেন। এখানে সিরিয়াস গান গাইবার জন্য গুরু হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সুখেন্দু গোস্বামী, অনুপম ঘটক ও দ্বিজেন চৌধুরীদের মত মানুষদের। তাদের একান্ত প্রেরণায় ও নিষ্ঠার সাথে সংগীত চর্চাও করেছিলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে প্রথমও হয়েছিলেন। এক সময় মুখে মুখে ছড়া বেঁধে সুর দিয়ে গান করতেন। এটা একেবারে ছোটবেলার অভ্যাস ছিল। এটা অনেকেই জানতেন। এই জানাটাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আসরের কর্মকর্তারা, সেদিন যাঁর কৌতুক গান পরিবেশনের কথা ছিল সেই শিল্পী না আসার দরুণ। এই শিল্পীকে দিয়ে কৌতুক গান গাইয়ে অনুষ্ঠানখানি শেষ করেছিলেন। যিনি ভেবেছিলেন সিরিয়াস গান গেয়ে একটা জগতে এসে একটা ছবি এঁকে যাবো, সেখানে কৌতুক গান গেয়ে, অন্য একটা ছবি আঁকতে হয়েছিল এই শিল্পীকে। আশা ভোঁসলের গাওয়া 'ময়না বলো তুমি কৃষ্ণ রাধে' তাকে মন দিতে যে চাই কেন বাধে/ সয়না সয়না আমার জ্বালা সয়না, এই গানের প্যারোডি করে তাঁকে গাইতে হয়েছে– সংসারে পড়ে কলির কেষ্ট ঠাকুর/ রাধা তার রান্না ঘরে শুকতো রাঁধে/সয়না সয়না আমার জ্বালা সয়না/তেল আনতে নুন ফুরায়/ দেখে বউয়ের কত বায়না। এটা কম বেদনার কথা নয়। অনেক কথাই হয়ে যায় বিলুপ্ত। সেই শিল্পী আর কেউ নন তিনি, মিন্টু দাশগুপ্ত।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া-৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়। ....সম্পাদকীয় দপ্তর।
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১-২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

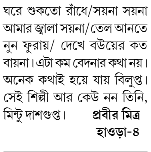

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১-২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়